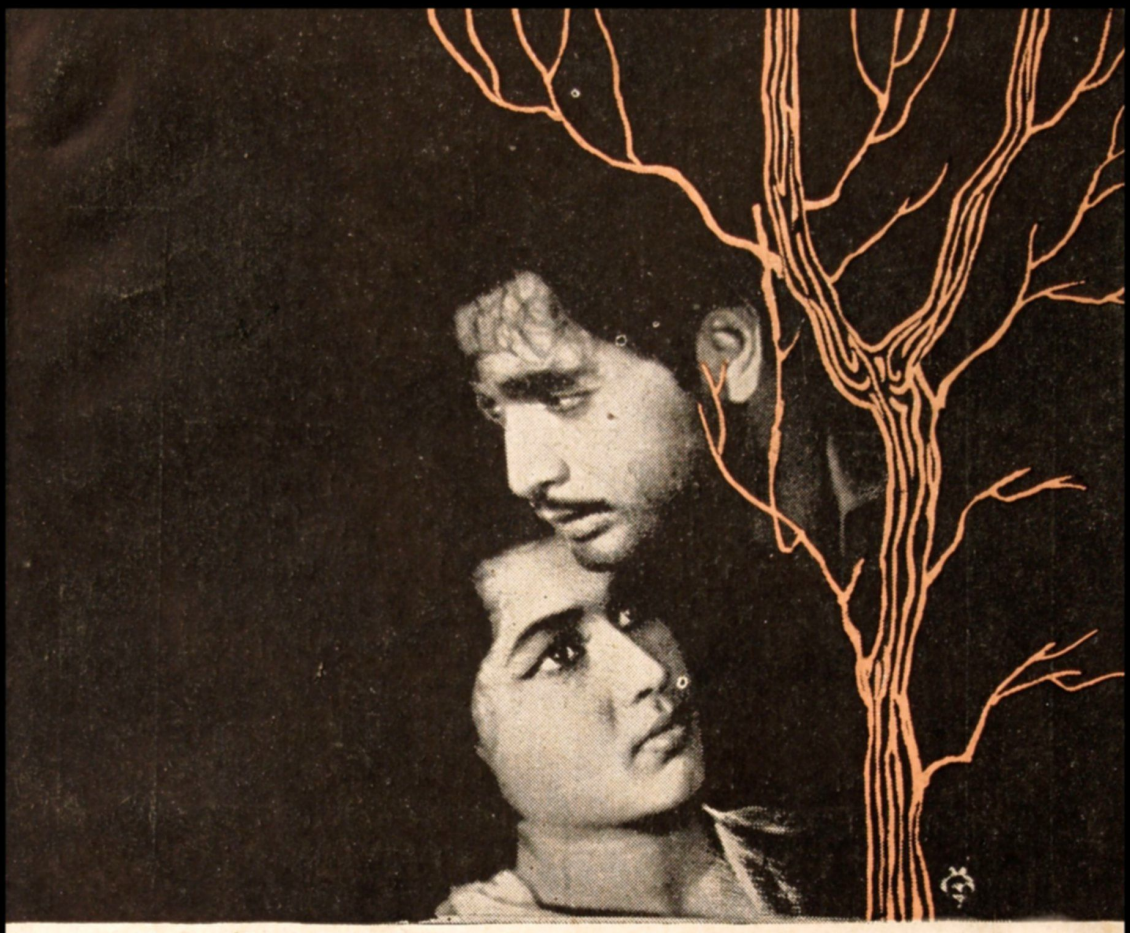

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রযোজিত

GF গিল্ড ফিল্মস-এর

ইচ্ছা

পরিচালনা

অসিত সেন

গিল্ড ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর

তৃষ্ণা

[এমিলি ব্রন্টির উইদারিং হাইটস্-এর অনুপ্রেরণায়]

প্রযোজনা :	পরিচালনা :	সংগীত :
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	**অসিত সেন**	**শ্যামল মিত্র**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিজন ভট্টাচার্য্য ও অসিত সেন। আলোক-চিত্র-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত। চিত্র-গ্রহণ : জ্যোতি লাহা সম্পাদনা : তরুণ দত্ত। সহযোগী সম্পাদক : প্রশান্ত দে। শিল্প-উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন (এ্যাঃ)। শিল্প নির্দ্দেশক : সুজিত দাস প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎকুমার মিত্র। ঢোল-বাদক : মগাই ওঝা স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ। প্রচার কার্য্যে : নির্ম্মল রায় (নিরআর্ট) গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায় সাজসজ্জা : গণেশ দাস। নৃত্য-পরিচালনা : শম্ভু ভট্টাচার্য্য দৃশ্যাঙ্কন : নবকুমার চ্যাটার্জী, বলরাম কয়াল। আলোক-সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী, সতীশ হালদার। শব্দ-গ্রহণ : নৃপেণ পাল, বাণী দত্ত ব্যবস্থাপনা : অনাদি বন্দোপাধ্যায়। সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুণর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। আবহ-সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। নেপথ্য-কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : অমিত সরকার ॥ বীরেশ চট্টোপাধ্যায় ॥ অমল সুর ॥ চিত্র-গ্রহণে : শান্তি গুহ ॥ দুর্গা রাহা ॥ কেষ্ট মণ্ডল ॥ নুরু ॥ সংগীত-পরিচালনা : সলিল মিত্র ও শৈলেশ রায় ॥ শব্দ-গ্রহণ : ঋষি বন্দোপাধ্যায় ॥ অনিল নন্দন ॥ সম্পাদনা : তাপস মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচার : পিণ্টু দত্ত ॥ রূপ-সজ্জা : পঞ্চু দাস ॥ আলোক-সম্পাতে : কেষ্ট দাস ॥ দুখীরাম ॥ ব্রজেন ॥ অনিল ॥ রামলিখন ॥ মঙ্গল ॥ বেণু ॥ জগন ॥ সুধীর ॥ দুঃখী ॥ অভিমন্যু ॥ সন্তোষ ॥ সুদর্শন ॥ অবনী ব্যবস্থাপনা : অসিত বোস ॥ রাম মণ্ডল ও হাবুল রায় ॥

॥ নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

রাজা—রাজ্যহীন এক উপলখণ্ডের অধীশ্বর রাজা, যার জীবন ভাগ্য-বিড়ম্বিত। এই কাহিনীর নায়িকা রাণীর পিতা দীননাথ রায় রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে একে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেন।

বুনো রাজার মধ্যে ছিল না কোন শিক্ষা-দীক্ষা, মায়া মমতার লেশ মাত্র—শুধু ঝড়ের মত সব কিছুকে শেষ করে দিয়ে যাওয়াতেই ছিল যার একমাত্র উন্মাদনা—দীননাথ রায়ের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা সেই কিশোর রাজাও সেদিন উন্মনা হয়ে উঠেছিল অনাস্বাদিত এক স্বপ্নের রোমান্সে। কুঁড়ির স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন বন্ধ্যা এক ডাল। সেই রাজ্যহীন রাজার মনের রাজ্যে ঝড় তুলেছিল অভিজাত গর্বিতা—রাণী। নিজেরই বাড়ীতে আশ্রিত এক অজ্ঞাত-কুলশীল বুনো হৃদয়ের আবেগভরা বসন্তের কাছে বিসর্জ্জন দিয়েছিল রাণী তার বংশ-আভিজাত্য, দম্ভ আর কুমারী জীবনের সম্মান।

সহ্য করতে পারতো না রাজাকে রাণীর চরিত্রহীন দাদা প্রশান্ত। প্রশান্তর অশান্ত মেজাজের নির্মম মাশুল মাঝে মাঝেই রাজার সুস্থ-সবল শরীরটা নীরবে সহ্য করতো। প্রশস্ত পিঠের ওপর নির্মম চাবুকের কষাঘাতে রাজার বলিষ্ঠ হাত দু'টো সহসা রুখে উঠেও মুহূর্তের মধ্যেই আবার থমকে যেত রাণীকে হারাবার ভয়ে।

সময়ের স্রোতে একদিন দীননাথ রায় হারিয়ে যান। পিতৃহারা জীবনে রাণীর একমাত্র সান্ত্বনা পরিচারিকা শান্তিদি। শান্তিদির স্নেহ-ছায়ায় রাণীর যৌবনের আকর্ষণও অশিক্ষিত বলিষ্ঠ পুরুষ রাজাকে ঘিরে। কিন্তু কোথায় যেন একটুখানি বাধা। বাধার প্রাচীর তুলে আজো তেমনি অশান্ত রুক্ষ আর বদমেজাজী চরিত্রহীন প্রশান্ত। আজো প্রশান্তর অত্যাচারী হাতের নিষ্ঠুর চাবুক সুযোগ পেলেই রাজার ওপর নির্মম কষাঘাত করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। অসহায় নিরুপায় রাণী আর চুপ করে থাকতে পারে না। বুকফাটা আর্তনাদ

করে বলে—'না-না রাজা, তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। এ অত্যাচার তুমি সহ্য করতে পারলেও আমি আর সইতে পারছিনা। যেদিন তুমি তোমার সমস্ত সামর্থ্য আর ক্ষমতা দিয়ে আমায় এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি অর্জ্জন করে আসতে পারবে—সেদিন আবার এসো। আমি থাকবো তোমারই প্রতীক্ষায়।"

রাজা যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলে। একি পরিবর্তন তার রাণীর! রাজা বিশ্বাস করতে পারে না। তবুও চলে যায়নি রাজা। কিন্তু একদিন অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে রাজার মন। ছিন্ন তারে বেজে ওঠে বিষাদের বেহাগ রাগিনী।

রাণীর জীবনে আবির্ভাব ঘটে আর এক পুরুষের। নাম তার বিমলেন্দু। প্রশ্ন জাগে রাজার বিদ্রোহী মনে—তবে কি রাণী ভালবাসে বিমলেন্দুকে?

বিমলেন্দু—শিক্ষা-দীক্ষা আর আভিজাত্যে উঁচু সমাজের সফল পুরুষ। যে কোন নারী মনকে সহজেই আকর্ষণ করবার মত সামর্থ্য আর পৌরুষ তার আছে। বিমলেন্দুর অজস্র বিত্ত প্রশান্তর চিত্তকেও বরাবরই বিকল করে তোলে।

জীবনের বন্ধ্যা ডালে সোনার ফসলের যে স্বপ্ন দেখেছিল রাজা—সেই মুহূর্তে তার কাছে মনে হয় সব মিথ্যে, সব ব্যর্থ। ব্যর্থতার গ্লানি আর ব্যর্থ কামনার অশ্রুবিন্দু ফেলে রেখে এক ঝড় জলের রাতে এ বাড়ি ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে চলে যায় রাজা।

আর এদিকে সমস্ত বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে রাণীর তৃষিত হৃদয়ের আর্তকান্না আকাশে-বাতাসে ফিরতে থাকে……

'কেনই বা এই আসা—এসেই কেন যাওয়া,
যেতেই যদিই হবে—এই জীবন কেন পাওয়া।

অতৃপ্ত কামনার জীবন-তৃষ্ণায় এই দুটি হৃদয় কি কোনদিন মিলিত হতে পেরেছিল?……

সংগীত

(১)

কেনই বা আসা—
এসেই কেন যাওয়া,
যেতেই যদি হবে এই
জীবন কেন পাওয়া।
কে জানে, কে জানে।
যা ছিল ওই আকাশ পাহাড় তাই আছে,
তেমনি করেই ঝরণা আজো ওই নাচে—
বেজে উঠি চিরদিনের সেই সুরে
তবু ফুরায় নাতো চাওয়া।
সবই ছিল কিবা পেলাম মন চেয়ে,
হল না প্রেম মধুর কেন সব পেয়ে…
হার মেনে কি হারিয়ে যাব এই আমি
তবে কেন এ গান গাওয়া।
কে জানে, কে জানে।

(২)

এই ভালবাসা ওগো চিরদিনের—
যদি জানিতে চাও কেন ভালবাসি,
যে আমি ওগো তোমারই গড়া
তারে খুঁজে নিতে যে কাছে আসি।

এই উৎসব দীপ-জ্বালা নিশীথে,
কেন মন চায় মনে আজ মিশিতে—
জানি এ জীবন সেতো ক্ষণিকের
শুধু রবে তুমি আমি, এই হাসি॥
যদি খেলা ভেঙ্গে যায় নীরবে,
মন নিয়ে বল কি হবে।
যদি ভুল করে আসে সুর মরমে,
কাঁদে বাঁশি কাছে আসি
ভালবাসি—ভালবাসি।
যতটুকু প্রেম তবু রেখে যায়,
ওগো সেই শুধু মরমে থেকে যায়—
যত সুখ ছিল হায় মিলনে
জানিনা বিরহে কেন গেল ভাসি॥

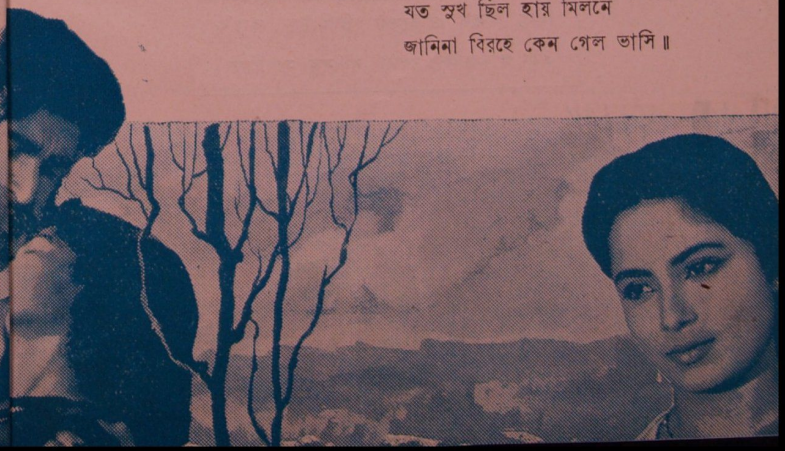

তবে কি এই পৃথিবীটার এইখানেতেই শেষ,
এ যেন এক স্বপ্নভরা শান্তি সুখের দেশ।
ওগো কোথায় এলাম আমি—
দিনের আছে একটি আঁখি, লক্ষতারা রাতে,
তবু এই পৃথিবীর আলো ফুরায়
স্যর্যি ডোবার সাথে—
গান ফুরালে তবু রবে বেশ॥
শুধায় হৃদয় কি আছে এর পরে ?
কেন গাইতে গিয়ে এমন করে
কণ্ঠ কেঁপে মরে।
মনের আছে হাজারটি চোখ,
একটি আছে প্রেমে—
জীবন বাতি নিভে গেলে
আঁধার আসে নেমে।
হারিয়ে যেতেই যেন লাগে বেশ॥

তোমাদের স্বর্গ সেত কাঁচে গড়া
ভেঙ্গে যায় দুদিন পরে,
আমরা মাটির মানুষ চিরদিনই থাকবো সুখে
এই মাটির ঘরে॥

তোমরা জ্বালো বেলোয়ারী ঝাড়,
আমরা মাটির দীপে কাটাই যে রাত—
তোমাদের সাথে যে ভাই
এইখানেতেই মোদের তফাৎ॥

তোমরা তাসেরই বাসর গড়—
মিথ্যে ফাঁকির বালুচরে॥

তোমরা সবাই বন্দীপাখী,
হায়রে নিয়তির কি পরিহাস!
তোমাদের খাঁচার পাশেই
আমাদের এই বিরাট আকাশ,
বকশিশ না দিলে ভাই
কে তোমাদের সেলাম করে॥

গিল্ড ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক
এই গানগুলির রচনা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

রূপায়ণে :

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ সুমিতা সান্যাল
শেখর চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্যামল ঘোষাল ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য ॥ গীতা প্রধান ॥
বুবু গাঙ্গুলী ॥ অনাদি বন্দোপাধ্যায় ॥ অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ॥ শৈলে
গাঙ্গুলী ॥ শ্রীমান সৌমিত্র ॥ বাসুদেব ॥ শ্রাবণী হালদার ॥
বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য (অতিথি) প্রশান্তকুমার (অতিথি) ও
রুমা গুহঠাকুরতা ॥

নৃত্যে :

শম্ভু ভট্টাচার্য্য ॥ গোপালকৃষ্ণ ॥ মন্দিরা ॥ তৃপ্তি ॥ প্রণতি ॥ দেবশ্রী ॥ চন্দ্রাবতী ॥
বট্টু ॥ অচ্যুৎ ॥ বঙ্গেশ্বর ॥ স্বপ্না ॥ সৌমেন্দ্র ॥ জয়শ্রী প্রভৃতি।

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ডি, আর, গুপ্তা, কে, এম, গুপ্তা, (দিল্লী), মিসেস তারা স্বরূপ, (বোম্বে),
সি, এল, জৈন, (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, রাউরকেলা স্টীল প্ল্যান্ট), ডি, এস, বসু
সি, আর, দে, এ, মুস্তাফী, (বাঙ্গোয়া আয়রণ মাইনস, টেনসা), বিমল মল্লিক
(কলিকাতা), অমিত চৌধুরী, (ছায়াবাণী প্রাইভেট লিঃ) কলিকাতা।

আর, ডি, বনশল নিবেদিত ও আর, ডি, বি, এণ্ড কোং পরিবেশিত॥